# আর পারা যাচ্ছে না

**১৬.০১.১৯৬৬–*কালাপাহাড়***

চারিদিকে এক রব "আর পারছিনা"। "আর পারা যাচ্ছেনা"। যেখানে যাই সেখানে এই একই কথা। বহুবছর আগেও কি সবার মুখে এ কথা ছিল? তখনও এ কথা ছিল। এ কথা আর সে কথা আসমান আর জমিন। সেদিনকার একথা ছিল গোলাভরা কথা। "আর পারছিনা, রাখবার জায়গা আর নেই, কোথায় রাখি!" এখনকার "আর পারছিনা"—না খেয়ে থাকতে আর পারছিনা। এখন নেই আত্মীয়তা, আন্তরিকতা, ভদ্রতা, নেই শিক্ষাদীক্ষা, নেই নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, দিন যাপন করছি শুধু হাহাকারের ভিতর দিয়ে। চতুর্দ্দিকে শুধু হাহাকার, হাহাকার। এই হাহাকারের কারাগারে আর পারছিনা। কবে হবে এর সমাধান? কোথায় মুক্তি? কে করবে সমাধান? কে করবে এর সুরাহা? কে আনবে মুক্তি? কে বুনলো এই হাহাকারের বীজ, কে করলো এর কারাগার? আমরা চাই তারই বিচার। না টিকতে পারি বাড়ীতে, না টিকতে পারি অফিসে, না টিকতে পারি ঘরে, না টিকতে পারি বাইরে। একি যন্ত্রণার দাবানলে দিবারাত্র দাউ দাউ করে জ্বলছি! দারিদ্র্যের ভিতরে দিন যাপন করেও যদি সুচিন্তা ও সুবিচার পাওয়া যায়, তবে সেই দারিদ্র্যকে সাময়িক মেনে নেওয়া যেতে পারে। ধাপ্পা দিয়ে বড় বড় কথা বলে লোভ দেখিয়ে যারা দেশের কাজ করছে, তারা দেশের শত্রু ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্রমশঃ সমাজ বিষময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের উপর দিয়ে যে রকম অত্যাচার চলছে, এ অত্যাচার হ'ল জীবন্ত ব্যক্তিদের ঠেঙিয়ে মারা। সেরকম ফল আমাদের উপর দিয়ে চলছে। বৃহৎ স্বার্থের জন্য যদি সেটা হ'ত, তবুও একটা ভাববার বিষয় ছিল। ব্যাপ্তির স্বার্থ সেটা খুবই সুন্দর। এখন হচ্ছে ব্যক্তির স্বার্থ সাধন। এটা খুবই দুঃখের এবং ক্ষমার অযোগ্য, মারাত্মক অপরাধ। দেশবাসীর আজ মুমূর্ষু অবস্থা। যে কোন মুহূর্তে প্রাণ বেরিয়ে যেতে পারে। এগুলো নির্য্যাতনের ফল। শহরের একটুকুন চাকচিক্যে সব দিকের সর্বব্যাপী দৈন্যের উত্তর নয়। সাগরের শুধু একটা দ্বীপ দিয়ে সাগরকে বিচার করা চলে না। কয়েকটা বড় বড় অট্টালিকা, রাস্তা ঘাটে শাসনের মহড়া ও কয়েকটা গাড়ীঘোড়া ছুটছাট্ দেখিয়ে সব দিকের বিচার চলে না। এই মৃত্যুর ফাঁদ ইচ্ছাকৃত তৈরী করা হয়েছে। গদির লোভে ব্যক্তিগত স্বার্থকে যারা বড় করে দেখে, তার জন্য সবাইকে রসাতলে ডুবিয়ে দিতেও যারা চিন্তা করে না, তাদের বিচার বিচারের ধারাতে ফেলে শুধু বিচার করলে চলবে না। এই বিচারের ভার থাকবে জনগণের হাতে। এর জবাব নেবে দেশবাসী। কেন সে জবাব এখনও চাইছে না, সেটাই এখানে অনেক আশ্চর্য্যের অন্যতম আশ্চর্য্য। এরা খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে যা খুশী তা আমাদের উপর করে যাবে এটা মোটেই বরদাস্ত করা হবে না। 'নীরো' যেমন রোমে আগুন জ্বালিয়ে violin বাজানোর মাধ্যমে তা উপভোগ করেছিলেন, একরকম উন্মত্ত দানবীয় উচ্ছ্বাস আমাদেরও সে ভাবে দগ্ধ করে উৎফুল্ল মনে নারকীয় উল্লাস উপভোগ করছে। অগ্নি যেমন তার লেলিহান জিহ্বা বাড়িয়ে দিয়ে সমস্ত পুড়িয়ে ছারখার করে, সর্বনাশকারীরাও এরূপভাবে জাতিকে ছারখার করছে। আমরা তুষানলের মত সর্বদিক থেকে জ্বলে মরছি। আর পারা যাচ্ছেনা, সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে আর্তনাদ, চারিদিকে চীৎকার, এ দুঃখ আর চোখে দেখা যায় না। সমাধানও কিছু করছে না। মুহূর্তে মুহূর্তে তাদের মতলব খাটিয়ে যাচ্ছে। আজ এটা, কাল ওটা, ছন্নছাড়া অনভিজ্ঞ অজ্ঞের হাতে ক্ষমতা পড়লে যা হয়, আজ সেটাই হচ্ছে। যারা জ্ঞানী গুণী তাদের ভুলত্রুটি দর্শিয়ে দিলে তারা খুশীই হয়। কারণ তখন তারা এটা চিন্তা করে, আমার ত্রুটির জন্য দেশের ক্ষতি হোত, সে ত্রুটি আমার সংশোধন হ'ল। দেশের ভালো হবে। স্বার্থান্বেষী, মূর্খ, অত্যাচারী জঘন্য মনোবৃত্তি নিয়ে যারা শাসন হাতে নেয়, তাদের ভুল দর্শিয়ে দিলে তারা জিঘাংসাপূর্ণ হিংস্রতা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। তারা সুকাজ ও সবকাজ ছেড়ে দিয়ে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্য্যন্ত তারই চেষ্টা করে। তাদের দক্ষতা ওদিক দিয়ে বেশী। শয়তানি করে, কৌশল করে তারা সব সময় কূটবুদ্ধি খাটিয়ে যাচ্ছে কি করে আসনকে ঠিক রাখা যায়। তাদের গদি, তাদের আসন ঠিক রাখার জন্য হেন কাজ নেই তারা করতে না পারে। আর আমরা কতগুলি ভেড়া, সেগুলি চোখে দেখেও সহ্য করে যাচ্ছি।তাদের দয়া দাক্ষিণ্যের পরিবেশন দেখলে ভয় করে। এর পরেই কি যেন একটা মতলব করবে। তাদের বড় বড় বিবৃতি দেখলে, বুলি শুনলে ভীতির সঞ্চার হয়। কোনদিক দিয়ে আর একটা অভাবের সৃষ্টি না করে বসে! তাদের Funda mentalbasis হ'ল অভাব সৃষ্টি করা। সবাইকে অভাবের হাহাকারে রেখে দাও, তবে সব বেটা সজাগ থাকবে, ভোট সেধে আসবে। দর ঠিক রাখবার জন্য, যেমন কোন কোন দেশে বহু জিনিষ সাগরে ফেলে দেয়, এরা গদি ও ভোট ঠিক রাখবার জন্য এদেশে crisis সৃষ্টি করছে। এদের চাই বিচার। আর পারা যাচ্ছে না। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। দেশে আজ সজীবতার অভাব। দেশ ঘুমিয়ে আছে। ন্যায়ের মন্ত্রে দেশকে জাগিয়ে তুলতে হবে। জাগিয়ে তারই দণ্ড হাতে নিতে হবে। দেশকে ন্যায়ের ভিত্তিতে রাখার জন্য, ন্যায়ের সংগঠনে দেশকে প্রাচীরের মতন ঘিরে রাখতে হবে, যেন কোন আবর্জনা না ঢোকে, কোন ঘৃণ্যকীট বাসা করতে না পারে। কতকগুলো ক্রূর ও স্বার্থান্বেষী দিয়ে কাজ চলে না। দেশের মান রক্ষা করতে গেলে মানীর হাতেই দেশকে রাখতে হয়। তবেই দেশবাসী সমানভাবে সব পাবে। সেখানে সব সহ্য হয়। কারণ বৃহৎ উদ্দেশ্য যেখানে, সেখানেই সব সহনীয়। আমাদের আজ চিন্তা করে দেখা উচিত আমরা এখন কোথায় আছি?